ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের টাকা নিয়েও প্রাপ্য দিচ্ছে না কেন্দ্র

বুদ্ধদেব দাস

মেদিনীপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি

রাজ্য থেকে টাকা নিয়ে গেলেও, প্রাপ্য দিচ্ছে না কেন্দ্রের মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার এখানে বাংলার প্রতি এই বঞ্চনায় আবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আবাস যোজনার টাকা নিয়েও কেন্দ্রের ভূমিকার কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি। মমতা বলেন, 'কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, বঞ্চনা করছে। রাস্তার টাকা, পানীয় জলের টাকা, আবাস যোজনার টাকা— সব আটকে রেখে দিয়েছে।' এর পরেই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর টাকা নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় মিলে এ-সব প্রকল্পের কাজ করে। উভয়েরই এতে সমান অধিকার রয়েছে। অথচ এখান থেকে জিএসটি বাবদ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এর ভাগ রাজ্যকে দিচ্ছে না। আবাস যোজনায় ১৭ লক্ষ নাম কেটে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকাও দিচ্ছে না।'

এদিন মেদিনীপুর কলেজ ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। উপভোক্তাদের হাতে সবুজসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার কাগজপত্র তুলে দেন। প্রায় ৭০ হাজার উপভোক্তা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'কেন্দ্র নতুন করে মানুষকে অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। একশো দিনের কাজের প্রকল্পে তাঁরাই কাজ করবেন যাঁদের আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল ও ব্যাঙ্কের পাশবই লিঙ্ক করা আছে।' মমতার প্রশ্ন, 'গ্রামের মানুষ এ-সব করবেন কীভাবে? কত গ্রামে ব্যাঙ্ক আছে? কত গ্রামে ডাকঘর আছে? কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের জীবনটাকেই অনলাইন করে দিতে চাইছে। সবাই কি করতে পারেন? যে-সব গ্রামে এ-সব সুবিধা নেই, সেখানকার মানুষ কি করে অনলাইন করবেন?' মুখ্যমন্ত্রী জানান, গ্রামীণ সড়ক যোজনায় কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। অনেক গ্রামীণ রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। কেন্দ্র সরকার করছে না। তাই রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে ১১,৫০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা মেরামত ও নতুন করে করবে। এজন্য বাজেটে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

রাজ্যের টাকা নিয়েও প্রাপ্য দিচ্ছে না কেন্দ্র

১ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, 'বাংলার জনগণের করের টাকা দিল্লি নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ন্যায্য ভাগ দিচ্ছে না। বঞ্চনা করে চলেছে। এত আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও রাজ্য সরকার সমস্ত কিছুকে মালার মতো এক সঙ্গে গেঁথে রেখেছে। সব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ চলছে। কৃষক থেকে মৎস্যজীবী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কন্যাশ্রী ,স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী— সব কিছু নিয়ে চলেছে সরকার। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতাও ঘোষণা করা হয়েছে। মার্চ মাস থেকেই পাবেন। বছরে ২ লক্ষ বেকার যুবককে ব্যবসা করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। তাঁদের স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগাবেন। সরকার গ্যারান্টার থাকবে। এই ভবিষ্যৎ প্রকল্পে বেকার যুবকদের জীবনের সুরক্ষা রক্ষা করাই সরকারের কাজ।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে ছাড়পত্র দিচ্ছে না কেন্দ্র সরকার। এতেও বাংলাকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র। রাজ্যের মন্ত্রীরা দিল্লি গিয়ে আবেদন জানিয়ে এসেছেন। এর পরও তারা কিছু করছে না। তবে ফি-বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার অনেক কিছু করছে। বন্যার জল যাতে দ্রুত নেমে যায়, এজন্য রাজ্য সরকার পলাশপাই, দুর্গাচটি, চন্দ্রশ্বর খাল সংস্কার করেছে। ৬৫০ কোটি টাকা খরচ করে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী প্রকল্প করেছে। ১১৪ কোটি টাকা খরচ করে মেদিনীপুর খাল সংস্কার করা হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় রাজ্য জুড়ে ২০৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চেক ড্যাম করার জন্য।' অভিনেতা-সাংসদ দেব বলেন, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা শুধু কথা দেন। কথা রাখেন না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কথা দেন। কথা রাখেন। সকলের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছেন। তাই মানুষও ওঁকে ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আপনাদের পাশে থাকছেন, আপনাদেরও সেভাবে ওঁর পাশে থাকতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন সকাল ১১টা নাগাদ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে যান। বেলা ১২টা পর্যন্ত ছিলেন। তার পর চলে যান পুরুলিয়াতে। মেদিনীপুরের সভায় একেবারে সামনের সারিতে ছিল 'কন্যাশ্রী' মেয়েরা। আর এক দিকে 'সবুজসাথী' মেয়েরা। মুখ্যমন্ত্রী তাদের উদ্দেশে বলেন ,'ভাল করে পড়াশোনা করো। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ো। তোমাদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।' শুনে হাততালিতে ফেটে পড়ে সভাস্থল। এদিকে এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে অভিনেতা দেব, অপরূপা পোদ্দার, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, শিউলি সাহা, বিধায়ক অজিত মাইতি, দীনেন রায়, হুমায়ুন কবির, জুন মালিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা প্রমুখ।